OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 508 - 515
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভাষা প্রতিস্থাপন : সুন্দরবনের সাদরি ভাষিক গোষ্ঠী

প্রসেনজিৎ দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : prasen9762@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Language death, Language Shift, The Indigenous Communities of the Sundarbans, Sadri language, Language domains.

Abstract

Linguistic diversity is facing a critical threat worldwide, with many indigenous and minority languages becoming endangered or disappearing altogether. This study focuses on the indigenous communities of the Sundarbans region in India, who originally migrated from the Chotanagpur plateau. Upon settling in the Sundarbans, these communities gradually adopted Sadri as their mother tongue, replacing their earlier tribal languages. Over time, Sadri emerged as a common language for communication within and between various tribal groups.

The main objective of this research is to examine the present status and transformation of the Sadri language among selected villages in the Sundarbans. While Bengali, the dominant regional language, is increasingly used in education, administration, and employment, Sadri remains actively spoken in many homes and community spaces. The research highlights the growing bilingualism among the people and the mixing of Sadri with Bengali in everyday speech, particularly among younger generations.

This study also explores how factors like age, village location, customs, and traditional folk practices—especially music—affect the preservation and transmission of the Sadri language. Older community members tend to use Sadri more fluently and consistently, while younger speakers often show signs of language shift influenced by formal schooling and economic integration into Bengali-speaking society.

Furthermore, the study investigates how livelihood patterns, especially the need to work in Bengali-speaking environments, are contributing to changes in language preference and usage. As economic dependence on the dominant language grows, Sadri is at risk of marginalization despite its cultural significance.

In conclusion, this research sheds light on both the resilience and vulnerability of Sadri in the Sundarbans. While it continues to be a key part of community identity and cultural expression, the pressures of socio-economic change are gradually reshaping its role and future among the indigenous population.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

১. ভূমিকা : যখন একটি ভাষা মাতৃভাষা হিসাবে অর্জিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন ভাষাটি বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়। এই ঘটনাটি ছোট সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে সাধারণ একটি বিষয়, বিশেষ করে যারা বিচ্ছিন্ন এবং প্রান্তিক উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির অন্তর্গত। ডেভিড ক্রিস্টাল, রবার্ট ডিক্সন এবং মাইকেল ক্রাউসের মতো বিশ্বের অগ্রণী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৬০০০ জীবিত ভাষার মধ্যে ৯০ শতাংশ বিলুপ্ত হবে। তাঁদের হিসাবে বিশ্বের ৯৬ শতাংশ ভাষায় বর্তমানে কথা বলে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। এর মানে পৃথিবীর ভাষাবৈচিত্রের বিপুল বৃহদংশ রক্ষার ভার খুব কম সংখ্যক মানুষের হাতে রয়েছে। [ইউনেসকো অ্যাডহক বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিপন্ন ভাষাসমূহ, ২০০৩]

ভাষার অবলুপ্তির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে ভাষা পরিবর্তনের বিষয়টি। ভাষা অবলুপ্তি মূলত দুটি ভাবে হতে পারে একটি হল ওই নির্দিষ্ট ভাষিক গোষ্ঠীর অবলুপ্তি, আরেকটি ওই গোষ্ঠীর ভাষাগত পরিবর্তন। যখন একটি সম্প্রদায় তার ভাষা বজায় রাখে না, কিন্তু ধীরে ধীরে একটি অন্য ভাষাকে গ্রহণ করে তখন আমরা ভাষা পরিবর্তনের কথা বলি। আর ভাষা রক্ষণাবেক্ষণ এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা ব্যবহার করা ভাষাগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করে।[১] এই নিবন্ধে সুন্দরবনের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিবর্তনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

সুন্দরবন তৈরি হয়েছে অভিবাসিত নানা জনগোষ্ঠীর আগমনের দ্বারা। এর মধ্যে অন্যতম হল আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ। ছোটোনাগপুর, রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষেরা জীবিকার তাড়নায় সুন্দরবন অঞ্চলে আসেন। এই জনগোষ্ঠীগুলি হল— ভূমিজ, বেদিয়া, মুণ্ডা, মাহাতো, ওঁরাও, খাসি প্রভৃতি। এদের মাতৃভাষা সাদরি। সাদরি ভাষার আগেও এদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর প্রত্যেকের একটি করে মাতৃভাষা ছিল। পরস্পর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংযোগের বা কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় সাদরি ভাষার। সাদরি একটি সংযোগকারী ভাষা। ভাষাটি পিজিনের স্তর অতিক্রম করে ক্রেয়লের পর্যায় যায়। অর্থাৎ সাদরি ভাষাটি এই গোষ্ঠীগুলির মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। স্যার গ্রিয়ারসন যখন লিঙ্গুস্টিক সার্ভের কাজ শুরু করেন তখন 'সাদরি' একই নামের একাধিক উপভাষা লক্ষ্য করেন। সাদরি নামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন –

> "The main Aryan language of the feudatory state of Barma, which lies to the west of keonjhar state, is Dariya. Most of aborigines speak Munda language, but some of them use a corrupt Arayan language, which is locally known as Sadri, or more correctly Sadri Kol, as in the case of Sadri korwa sub-dialect of Chhattisgarhi. The word Sadri is used when an aboriginal tribe abandons its own language and takes to an arayan one."[২]

অর্থাৎ কোনো আদিম আদিবাসী তার নিজস্ব ভাষা পরিত্যাগ করে যদি কোনো আর্যভাষাকে গ্রহণ করে তবে সেই ভাষাকে 'সাদরি' ভাষা বলে। তিনি সাদরি ভাষাকে ইন্দো ইরানীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের আদিবাসী জনজাতির মানুষেরা এই সাদরি ভাষাকে অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভাষিক পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালি অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলে নিজ গোষ্ঠীর লোকেদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাসের ফলে জীবনধারণ ও আর্থিক সচ্ছলতায় বাংলাভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

২. গবেষণা পদ্ধতি : এই কাজের জন্য আমাদের বেছে নিতে হয়েছে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র-অনুসন্ধান পদ্ধতি। ক্ষেত্রসমীক্ষার এলাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে সুন্দরবনের সন্দেশখালি-১ ব্লকটিকে। এই ব্লকের গ্রামগুলির আদিবাসী মানুষদের মধ্যে যে যে বাড়িতে অন্তত একজন সাদরি ভাষায় কথা বলতে পারেন এমন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমীক্ষাটি করা হয়েছে। এখানে ৪০টি পরিবারের মোট ১৭০ জন সদস্যদের মধ্যে ৫২ জন সাদরি ও বাংলা উভয় ভাষায় কথা বলে থাকেন। এখানে পরিবারগুলির সকল সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরমধ্যে যারা সাদরি ভাষায় কথা বলতে পারেন তাদের তথ্যগুলিই মূলত এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. ক্ষেত্রসমীক্ষার সময়কাল : প্রশ্নভিত্তিক এই সমীক্ষাটি করা হয়েছিল ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস সময়পর্ব জুড়ে।

৪. ক্ষেত্রসমীক্ষার স্থান :

গ্রাম- বয়ারমারি, কানমারি, চূঁচুড়া, সুন্দরীখালি
থানা- ন্যাজাট
ব্লক- সন্দেশখালি ১
মহাকুমা- বসিরহাট
জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগণা

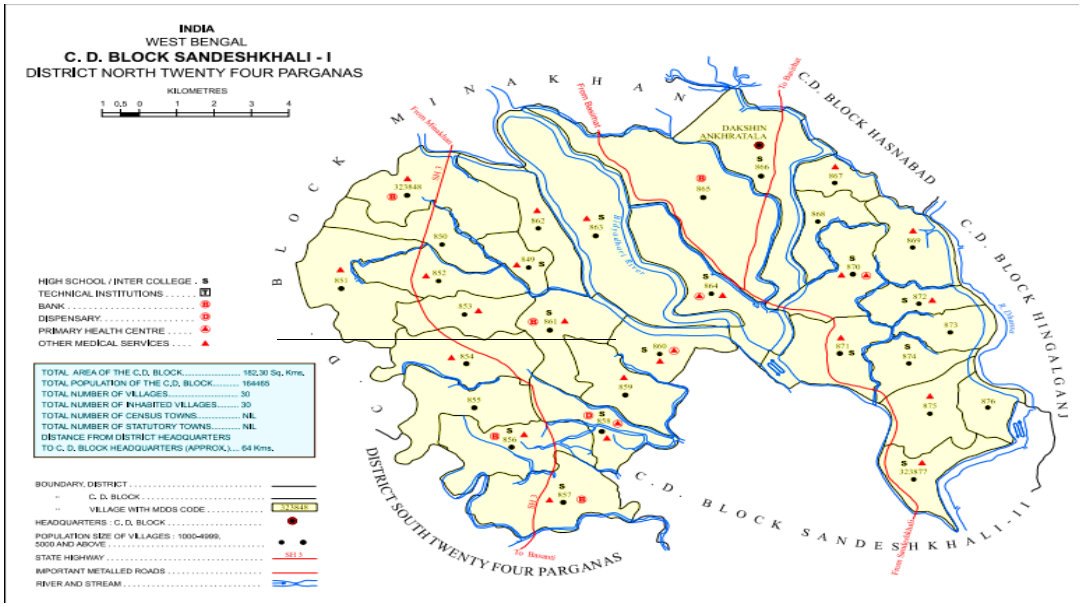

সন্দেশখালি-১ নম্বর ব্লকের মানচিত্র[৩]

৫. তথ্য বিশ্লেষণ :

৫. ক. ভাষার পরিচিত নাম : সাদরি ভাষা বিভিন্ন নামে পরিচিত সেগুলি হল- সাদানি, গাঁওয়ারী, সাদান, নাগপুরি প্রভৃতি। সুন্দরবনের এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে তাদের মাতৃভাষার নাম সম্পর্কে কতটা অবগত তা এখানে দেখানো হল। এই ভাষাটি বিভিন্ন নামে তাদের কাছে পরিচিত সেগুলি হল- রাঁচির ভাষা, বানোয়া/ বানুয়া/ বুনো ভাষা, আদিবাসী ভাষা, নাগপুরি ভাষা ও সাদরি ভাষা। নিম্নে এটি একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হল –

ভাষার নাম	লোকসংখ্যা
রাঁচির ভাষা	২৩ জন
বুনো/বানুয়া/বানোয়া	১৬ জন
আদিবাসী ভাষা	৬ জন
নাগপুরি ভাষা	৪ জন
সাদরি ভাষা	৩ জন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপরের সারণিচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ২৩ জন এই ভাষাটিকে রাঁচির ভাষা হিসাবে, ১৬ জন বুনো/বানুয়া/ বানোয়া ভাষা হিসাবে, ৬ জন আদিবাসী ভাষা হিসাবে, ৪ জন নাগপুরি ভাষা হিসাবে এবং ৩ জন সাদরি ভাষা হিসাবে এর পরিচয় দেন। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের কাছে এই ভাষাটির নাম সাদরি তা অজানা।

৫. খ. গোষ্ঠীর পরিচয় : সাদরি ভাষায় কথা বলেন প্রায় ৯৭টি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যেমন মুণ্ডা, খারিয়া, মাহালি, হো, ওঁরাও ইত্যাদি, যারা নৃতাত্ত্বিক বিচারে প্রোটো অস্ট্রালয়েড জনজাতির মানুষ। সমীক্ষায় যে সমস্ত মানুষ এখনো সাদরি ভাষা বলতে পারেন তাদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলি দেখানো হল পাশের পাই চার্টে। ২৩ জন ভূমিজ, ৯ জন মুণ্ডা, ৭ জন বেদিয়া, ৯ জন ওঁরাও এবং অন্যান্য ৪ জন সদস্য রয়েছেন।

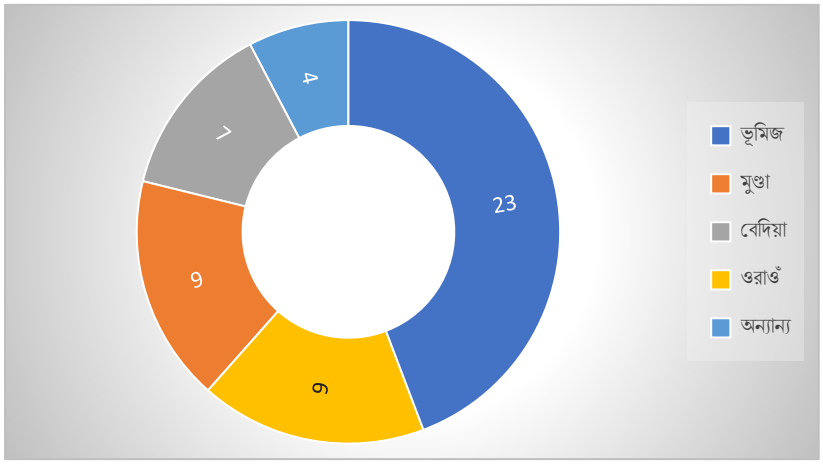

৫. গ. বাড়ি বিশেষে সাদরি বলতে পারেন: সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের সংখ্যা ৪০টি। এই ৪০ টি বাড়ির আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়ির অন্তত একজন সাদরি ভাষাটি বলতে পারেন এমন পরিবারগুলিকেই নেওয়া হয়েছে। পরিবারগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১৭০ জন। যার মধ্যে ৭৯ জন মহিলা এবং ৯১ জন পুরুষ। সাদরি বলতে পারেন এমন সদস্যের সংখ্যা ৫২জন। এই ৫২ জন সদস্যের মধ্যে বাড়িতে ১ জন করে সাদরি বলতে পারেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ২২ জন (৬৩%), ২ জন করে বলতে পারেন ৯টি পরিবারে, ৩ জন করে বলতে পারেন ৪টি পরিবারে। একটি পরিবারে ৪ জন সদস্য সাদরি ভাষা জানেন এমন একটিও পরিবার নেই।

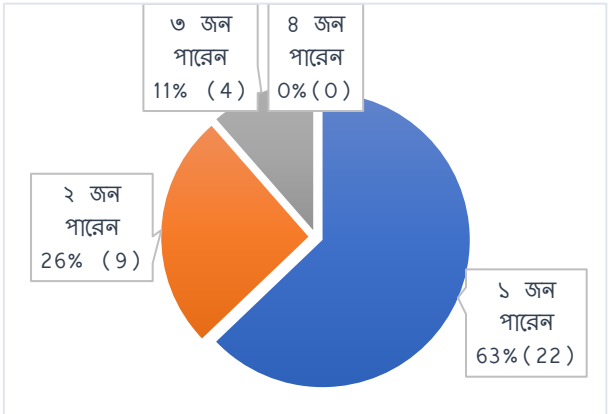

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৫. ঘ. সাদরি ভাষা বলতে পারেন তাদের বয়স ও লিঙ্গ পরিচয় :

বয়স	পুরুষ	মহিলা	মোট সদস্য
৩০ বছরের নীচে	০	০	০
৩০-৬০ বছর	১৪	৯	২৩
৬০ বছরের উপর	১৭	১২	২৯

উপরের সারণি থেকে পাই, সাদরি ভাষা বলতে পারেন— এমন ৩০ বছরের নীচে কোনো বক্তা নেই। ৩০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে সাদরি বলতে পারেন মোট ২৩ জন, যার মধ্যে ১৪ জন পুরুষ এবং ৯ জন মহিলা রয়েছেন। ৬০ বছরের উপর ব্যক্তির সংখ্যা রয়েছে মোট ২৯ জন, যেখানে ১৭ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলা রয়েছেন। অর্থাৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটিতে সাদরি ভাষা জানা তরুণতম ব্যক্তির বয়স ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে। এর থেকেই বোঝা যায় ভাষাটির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মহিলাদের থেকে পুরুষদের এই ভাষাটি জানার প্রবণতা বেশি।

৫. ঙ. সাদরি ভাষায় কথা বলার পাশিপাশি নিজগোষ্ঠীর ভাষা বলেন : সাদরি ভাষায় কথা বলার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীর ভাষা ক'জন বলতে পারেন তা পাশের পাই চার্টে দেখানো হয়েছে। সাদরি বলার পাশাপাশি নিজগোষ্ঠীর ভাষা বলতে পারেন এমন সদস্যের সংখ্যা ৭ জন (১৩%) এবং নিজ গোষ্ঠীর ভাষা বলতে পারেন না কিন্তু সাদরি বলতে পারেন এমন সদস্যের সংখ্যা ৪৫ জন (৮৭%)।

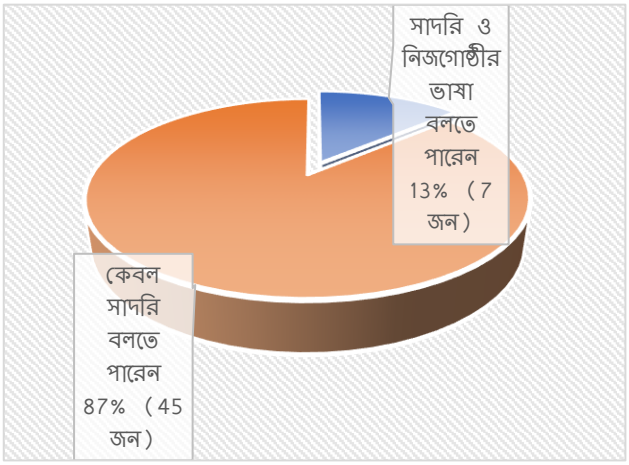

৫. চ. ভাষা ডোমেন বা প্রয়োগক্ষেত্র : ব্যক্তির ভাষাগত আচরণ ভাষার যোগাযোগ পরিস্থিতি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। ভাষার স্থানান্তর এবং ভাষা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র বা ডোমেনগুলি চিহ্নিতকরণ ও ভাষা চর্চার বিষয় গুলি তুলে ধরা হল।

- অংশগ্রহণকারীরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন—

সম্প্রদায়	**বাংলায় কথা বলেন**	**সাদরিতে কথা বলেন**
ভূমিজ	২৩	০
মুণ্ডা	৯	০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেদিয়া	৭	০
ওঁরাও	৯	০
অন্যান্য	৪	০
মোট সদস্য	৫২	০

উপরের সারণিচিত্রে দেখা যাচ্ছে যারা সাদরি ভাষা বলতে পারেন তারা বাড়িতে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রত্যেকেই বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। কেউ-ই সাদরি ভাষাতে কথা বলেন না।

- অংশগ্রহণকারীরা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলেন—

সম্প্রদায়	বাংলায় কথা বলেন	সাদরিতে কথা বলেন
ভূমিজ	২৩	০
মুণ্ডা	৯	০
বেদিয়া	৭	০
ওঁরাও	৯	০
অন্যান্য	৪	০
মোট সদস্য	৫২	০

ক্ষেত্রসমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সবাই বাংলা ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। কেউ-ই সাদরিতে কথা বলেন না।

- অংশগ্রহণকারীরা আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন—

সম্প্রদায়	বাংলায় কথা বলেন	সাদরিতে কথা বলেন
ভূমিজ	২৩	০
মুণ্ডা	৯	০
বেদিয়া	৭	০
ওঁরাও	৯	০
অন্যান্য	৪	০
মোট সদস্য	৫২	০

অংশগ্রহণকারীরা আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশিদের সঙ্গেও কেউই সাদরি ভাষাতে কথা বলেন না। সবাই বাংলাতেই কথা বলেন।

- আদিবাসী পরিবারগুলিতে সাদরির ব্যবহারিক প্রয়োগ—

সম্প্রদায়	লোকাচার	গানে
ভূমিজ	৯	২১
মুণ্ডা	৪	৬
বেদিয়া	২	৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ওঁরাও	৩	৭
অন্যান্য	০	২
মোট সদস্য	১৮	৪২

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে ভূমিজ সম্প্রদায়ের সদস্যরা সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন লোকাচারের ক্ষেত্রে ৯ জন ও গানের ক্ষেত্রে ২১ জন, মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সদস্যরা লোকাচারের ক্ষেত্রে ৪ জন ও গানের ক্ষেত্রে ৬ জন, বেদিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা লোকাচারের ক্ষেত্রে ২ জন ও গানের ক্ষেত্রে ৬ জন, ওঁরাও সম্প্রদায়ের সদস্যরা লোকাচারের ক্ষেত্রে ৩ জন ও গানে ৭ জন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা লোকাচারের ক্ষেত্রে কেউ-ই সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন না কিন্তু গানে ২ জন ব্যবহার করেন। মোট সদস্যের ১৮ জন লোকাচারের সময় সাদরি ভাষা ব্যবহার করেন এবং সাদরি গান করেন ৪২ জন।

৬. সিদ্ধান্ত : সাদরি ভাষায় কথা বলেন এমন সদস্যদের মধ্যে তরুণতম ব্যক্তির বয়েস ৩০ বছরের ঊর্দ্ধে। এর থেকেই স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভাষাটির ভয়াবহতা। UNESCO World Atlas of Language এর তথ্য আনুযায়ী সাদরি ভাষাটি ভারতে Potentially Vulnerable শ্রেণির মধ্যে রয়েছে, যার মূলকথা ওই ভাষাগোষ্ঠীটির ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা এই ভাষাটি ব্যবহার করে কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু ডোমেনে। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীর ছোটোদের মধ্যে এর ব্যবহার একদমই লক্ষ করা যায়না। পশ্চিমবঙ্গে সাদরি ভাষায় বিশেষত সুন্দরবনে পড়াশোনার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এবং অঞ্চলটিতে সাদরি ভাষাচর্চার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সুন্দরবনের এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে এই ভাষাটি একদমই অজানা।

যারা সাদরি বলতে পারেন তারাও এই ভাষাটি খুবই সীমিত পরিসরেই ব্যবহার করে থাকেন। বাড়িতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এবং আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তারা কেউই সাদরি ভাষায় কথা বলেন না। অর্থাৎ আন্তঃ ও অন্তঃ-সম্প্রদায় উভয়ক্ষেত্রেই তারা বাংলা ভাষাকেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব গোষ্ঠীর লোকাচারে তারা কেউ কেউ এই সাদরি ভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। পাশাপাশি অনেকেই আছেন যারা গান বাজনা করে থাকেন, তারাই মূলত সাদরি ভাষাটি গানের মাধ্যমেই চর্চা করে থাকেন।

৭. উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গে বহু জনজাতি মানুষের বসবাস। এই জনজাতিগুলি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলে আসছে। আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাই প্রধান প্রতিকূলতা। কাজের সন্ধানে বা পড়াশোনার জন্য বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাদের নিজ গোষ্ঠী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ক্রমাগত। পাশাপাশি তাদের ভাষা কেবল সীমিত মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হচ্ছে, ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের নিজস্ব ভাষা শিক্ষার প্রতি এক প্রকার অনীহা জন্মাচ্ছে। বেশকিছু ভাষা সংগঠন বিভিন্ন ভাষা কৌমের বিস্তারের জন্য কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। সাদরি ভাষারও প্রচার, বিস্তার ও বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করে চলেছেন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিভিন্ন ছোটো ছোটো পত্রপত্রিকায় সাদরি সাহিত্যচর্চাও হচ্ছে। তবে এই ভাষার প্রসার ও বাঁচিয়ে রাখতে রাজ্য সরকারের গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। কেবল সাদরি ভাষা নয় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রত্যেক ছোটো বড়ো ভাষা কৌমের উপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন না হলে একে একে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও তিব্বতি-বার্মা ভাষা পরিবারের বহু ভাষা পশ্চিমবঙ্গ থেকে হারিয়ে যাবে।

Reference:

১. Hoffman, C. (1991). *An Introduction of Bilingualism*. London, Longman. Page-186

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 62
Website: https://tirj.org.in, Page No. 508 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. Grierson, Sir George Abraham. (1903). *Linguistic Survey of India, Vol.V: Indo-Aryan family, eastern group, Pt. II: Specimens of the Bihari and Oriya languages*. Calcutta: Office of the Superintendent, Government Printing. Page-159
৩. https://www.sundarbanaffairswb.in/home/page/sandeshkhali_i. time-22.54, 15/03/2025

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আমার এই প্রবন্ধের মূল বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেত্রসমীক্ষার উপর, অর্থাৎ সন্দেশখালির আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়া এই কাজ কখনই সম্ভবপর ছিল না। এই অংশগ্রহণে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।]